

তুচ্ছ

(গল্পগ্রন্থ – অসাধারণ)

আমি সকালে উঠে বসে কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটাচি, এমন সময়ে একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের ছোট মেয়ে রাঙা শাড়ি পরে আমাদের বাড়িতে ঢুকল। আমাদেরই গ্রামের মেয়ে নিশ্চয়, তবে কোথাও দেখিনি বলে চিনতে পারলাম না। মেয়েটির এই অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছে, ওর কপালে সিঁদুর, হাতে সোনা-বাঁধানো শাঁখা। শ্যামবর্ণ, একহারা চেহারার মেয়ে। মুখখানি বেশ ঢলঢলে, বড় বড় চোখ দুটি। কানে দুটি সোনার দুলা। জিজ্ঞেস করলুম—কার মেয়ে তুই রে ?

মেয়েটি সামান্য একটু হেসে মাটির দিকে চোখ রেখে বললে—বিশ্বনাথ কামারের।

—বিশ্বর মেয়ে। বেশ, বেশ। তোর দেখি বিয়ে হয়েছে এই বয়সে। কোথায় শ্বশুরবাড়ি ?

মেয়েটির খুব লজ্জা হল শ্বশুরবাড়ির কথায়। সে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বললে—নারাণপুর।

—কোন্ নারাণপুর ? ঘিবে-নারাণপুর ?

—হ্যাঁ।

—কদিন বিয়ে হয়েছে ?

—এই ফাল্গুন মাসে।

—শ্বশুরবাড়ি থেকে এলি কবে ?

—পরশু এসেছি কাকাবাবু।

—আচ্ছা যা বাড়ির মধ্যে যা।

গ্রামের মেয়ে বাপের বাড়ি এসেচে, এ-পাড়া ও-পাড়ায় সব বাড়ি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড় স্নেহ হল খুকিটির ওপর। এই গ্রামেরই মেয়ে, আহা !

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখি মেয়েটি মাঝের ঘরের মেজেতে চুপ করে বসে আঁচল নিয়ে নাড়চে। কেউ ওর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, কেউ ওর সঙ্গে কথা বলচে না। প্রথম প্রথম হয়তো কথা বলেছিল মেয়েরা, এখন আর ওর কাছাকাছি কেউ নেই, ও একাই বসে আছে। কামারদের মেয়ে, তার সঙ্গে কে কথা বলে বেশিক্ষণ ?

আমায় দেখে মেয়েটি বললে—কাকাবাবু, ও কিসের ছবি ?

—ও আমার ফটো।

—আপনার ছবি ?

মেয়েটি ফটো কথাটা বোধ হয় বুঝতে পারেনি। বললুম—হ্যাঁ, আমার ছবি।

—কে করেছে কাকাবাবু ?

মেয়েটি এতক্ষণ বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টিতে ঘরের দেওয়ালের কতকগুলো ফটো, সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মেমসাহেব, ক্যালেন্ডারের ছবিগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। পল্লীগ্রামের ঘরের দেওয়ালে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় বা রেম্‌ব্রান্টের ছবি অবিশ্যি টাঙানো ছিল না।

—ও মেমসাহেব কি করচে কাকাবাবু ?

—সিগারেট খাচ্ছে।

—ওমা, মেয়েমানুষ সিগারেট খায় ?

—মেমসাহেবেরা খায়। দেখেচিস কখনো মেমসাহেব ?

—হুঁ—।

—কোথায় ?

—রানাঘাট ইস্টিশানে। আড়ংঘাটা যাচ্ছিলাম যুগলকিশোর দেখতে, তাই দেখি রেলগাড়িতে বসে আছে। সাদা ধপধপ করচে একেবারে।

দেখলুম ও একা বসে থাকলেও দেওয়ালের ওই অকিঞ্চিৎকর ছবিগুলো দেখে বেশ আমোদ পাচ্ছে। আরো প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমি আবার ঢুকলাম ঘরে কি কাজে। মেয়েটি সেখানে ঠায় বসে আছে সেই ভাবেই। ওকে কেউ গ্রাহ্যও করচেনা বাড়ির মেয়েরা। তাতে ওর কোনো দুঃখ নেই, দিব্যি একা একা বসে আছে। চলেও যায়নি।

ও যে আমাদের ঘরে ঢুকে মেজের ওপর বসে আছে, এই আনন্দেও ভরপুর। দিব্যি লাল রং দেওয়া মাজাঘষা মেজে, ঘরের বিছানা আসবাবপত্র দামী নয়, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে যে শ্রেণীর ছবি, সে তো বলাই হল। একখানা টেবিল, একটা চেয়ারও আছে। টাটার টেবিল ল্যাম্পআছে একটা। কতকগুলো মাটির পুতুল—যেমন গণেশ-জননী, গরু, হরিণ, টিয়াপাখি, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি—একটা কাঠের তাকে সাজানো আছে।

গৃহসজ্জার এই সামান্য রূপই ওর চোখে আশ্চর্য ঠেকেচে, খুকির চোখ দেখলে তা বোঝ যায়। আমার কষ্ট হল—ওকে কেউ আদর করে ওর সঙ্গে কথা বলচে না। ও সেটা আশাও করেনি। আমাদের গ্রামে তেমন ব্যবহার কামার-কুমোরদের মেয়েদের সঙ্গে কেউ করে না। ওরা ঘরে ঢুকে বসতে পেয়েচে, এতেই ওরা অত্যন্ত খুশি আছে।

আমি তেল মেখে নাইতে যাব। নারকেল তেল আজকাল পাওয়া যায় না বলে বাড়ির মেয়েদের ফরমাশমতো গন্ধতেলের বোতল আসে দোকান থেকে— হেন কল্যাণ, তেন কল্যাণ।

আমি বোতল থেকে তেল বের করে মাথায় মাখি দেখে ও চেয়ে রইল।

আমি বললাম—গন্ধতেল একটু মাখবি, খুকি ?

মেয়েটি অবাক হয়ে গেল। এমন কথা কেউ ওকে বলেনি, কোনো ব্রাহ্মণ-বাড়ির কর্তা তো নয়ই।

বললে—হ্যাঁ।

—সরে আয় দিকি মা।

তারপর তার চোখ দুটির অবাক দৃষ্টিকে অবাকতর করে দিয়ে আমি নিজের হাতে তার মাথায় খানিক গন্ধতেল মাখিয়ে দিলাম, খোঁপা-বাঁধা চুলের ওপর ওপর। ও হেসে ফেললে। অনাদৃত আদর পেয়ে লজ্জা পেলো।

বললাম—কি রকম গন্ধ ?

—চমৎকার, কাকাবাবু !

—কি তেল বল দিকি ?

—কি জানি ?

—খুব ভালো গন্ধতেল।

ভারি খুশি হয়েছে ও।

বললে—আসি তা হলে কাকাবাবু। বেলা হয়েছে।

—এসো মা। আবার এসো একদিন—

চলে গেল খুকি। কতটুকু আর তেল দিলাম ওর মাথায়, কিন্তু কি আনন্দ আমার স্নান করতে নেমে নদীজলে। উদার নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট, সৌন্দর্যময় বাণী। অন্তরের ও বাইরের রেখায় রেখায় মিল। চমৎকার দিনটা। সুন্দর দিনটা।